সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

উপকূল এলাকার শিশু-কিশোরদের রক্ষায় বাজেট বরাদ্দের তাগিদ সংসদ সদস্যগণের

ধনী দেশগুলো জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় তাদের প্রতিশ্রুতি পালন করছে না, বাংলাদেশকে বাঁচাতে রাজনৈতিক ঐক্য অত্যাবশ্যক: ডেপুটি স্পিকার

ঢাকা, ২৪ এপ্রিল ২০১৭: আজ ঢাকায় অনুষ্ঠিত এক সেমিনানে উপকূলীয় এলাকা বাঁচাতে, বিশেষ করে উপকূলীয় এলাকার শিশু কিশোরদের রক্ষায় বিশেষ বাজেট বরাদ্দের আহ্বান জানিয়েছেন কয়েকজন সংসদ সদস্য। আজ সংসদ ভবনের মন্ত্রী হোস্টেলের কনফারেন্স কক্ষে অনুষ্ঠিত "উপকূলীয় এলাকায় জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব, শিশু-কিশোর-যুবদের সুরক্ষা: মনপুরা দ্বীপের উদাহরণ " শীর্ষক এই সেমিনারে এসব কথা বলেন। পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি ড. হাছান মাহমুদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় সংসদের ডেপুটি স্পিকার মো.ফজলে রাব্বি মিয়া। ড. হাছান মাহমুদ বলেন, বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য দায়ী না হলেও এর নেতিবাচক প্রভাবের নিষ্পাপ শিকার। জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য যারা দায়ী তারা তাদের প্রতিশ্রুতি পূরণ করছেন না। মো. ফজলে রাব্বি মিয়া জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব থেকে বাংলাদেশকে বাঁচাতে রাজনৈতিক ঐক্য গড়ে তোলার আহ্বান জানান।

পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি ও জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কিত সর্বদলীয় সংসদ সদস্য ফোরামে কার্যালয় এই সেমিনারের আয়োজন করে, এতে সহযোগিতা করে কোস্ট ট্রাস্ট এবং ইউনিসেফ বাংলাদেশ। এতে অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখেন, ইউনিসেফ বাংলাদেশের বাংলাদেশ প্রধান এডওয়ার্ড বেইগবেডার, পানি বিশেষজ্ঞ ড. আইনুন নিশাত, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ধ্যাপক শারমিন্দ নিলর্মি, সংসদ সদস্য বরিশালের জেবুন্নেছা আফরোজ, বরিশালের সংসদ সদস্য মো. টিপু সুলতান, কক্সবাজারের সংসদ সদস্য সাইমুম সরওয়ার এবং ঝিনাইদহের সংসদ সদস্য নবী নেওয়াজ। মনপুরা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান সেলিনা চৌধুরী, মনপুরা এবং বরিশালের কিশোর-কিশোরী সাবিয়া আক্তার মিম, শাকিলা আক্তার, সজিব উদ্দিন, জোবায়ের আহমেদ বক্তব্য রাখেন। এতে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন কোস্ট ট্রাস্টের মো. মজিবুল হক মনির এবং ইউনিসেফ বাংলাদেশের এ এইচ তৌফিক আহমেদ।

ড. হাছান মাহমুদ বলেন, মনপুরার মতো উপকূলীয় এলাকা এবং হাওর এলাকা বাঁচাতে পানি উন্নয়ন বোর্ডের সংস্কার প্রয়োজন। তাদেরেকে নতুন নতুন প্রযুক্তি প্রয়োগ করতে হবে, ক্ষতিগ্রস্ত নারী-শিশুদের কথা শুনতে হবে। ড. আইনুন নিশাত বলেন, স্থানীয় বিশেষজ্ঞদের দিয়ে তৈরি করা জলবায়ু কর্মকৌশলপত্র পরিবর্তন পর্যালোচনা করতে হবে স্থানীয় বিশেষজ্ঞ দিয়েই। কিন্তু দেখতে পাচ্ছি কিছু বিদেশি বিশেষজ্ঞ দিয়ে এই কাজটি করা হচ্ছে। এডওয়ার্ড বেইগবেডার জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় শিশু ও যুব শক্তিদের সক্ষমতা বাড়াতে সরকারকে বিনিয়োগ বাড়ানোর আহ্বান জানান। শারমিন্দ নিলর্মি বলেন, ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রগুলোকে নারী ও শিশু বান্ধব করে গড়ে তুলতে হবে। সেলিনা চৌধুরী বলেন, মনপুরা বাঁচাতে সরকারকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।

মনপুরার কিশোর সজিব উদ্দিন বলেন যে, তারা তাদের ঘরবাড়ি হারাচ্ছে, স্কুল হারাচ্ছে। সাবিয়া মিম বলেন,জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে দুর্যোগ বেড়ে যাওয়ায় মনপুরায় বাল্য বিবাহ বেড়ে যাচ্ছে। বরিশালের কিশোর জুবায়ের আহমেদ বলেন, দক্ষ কর্মকর্তাদেরকে উপকূলীয় এলাকায় পাঠাতে হবে।

বার্তা প্রেরক

মোস্তফা কামাল আকন্দ, মোবাইল: ০১৭১১৪৫৫৫৯১

রেজাউল করিম চৌধুরী, মোবাইল: ০১৭১১৫২৯৭৯২